International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

The Influence of the Rāmāyaṇa in the Literature and Society of India
(ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব)

Dr. Nurul Islam

Former Research Scholar, Department of Sanskrit, Assam University, (A Central University), 788011

বিমূর্ত ধারণা (Abstract):

সংস্কৃত সাহিত্যকে দুটি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে যা হ'ল বৈদিক সাহিত্য এবং লৌকিক সাহিত্য। লৌকিক সাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণ, বিশ্বসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। রামায়ণ ২৪০০০ শ্লোকে প্রায় ৫০০ সর্গ বা অধ্যায়ে এবং সাতটি কান্ডে বিভক্ত। এটি আদি কবি বাল্মীকির লেখা তাই এটাকে আদিকাব্য বলা হয়। এই কাব্যে বিভিন্ন সম্পর্কের পারস্পরিক কর্তব্য বর্ণনার পাশাপাশি আদর্শ ভাই, ভৃত্য, স্ত্রী, মা এবং আদর্শ রাজার চরিত্র বর্ণনার মাধ্যমে মানব সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কাব্যের মূল উপজীব্য হল রামের জীবন কাহিনী। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের ধর্মচেতনা এবং মানব অস্তিত্বের নানা দিক। ভারতের সংস্কৃতি চেতনার মৌলিক উপাদানগুলিই প্রতিফলিত হয়েছে রাম, সীতা, হনুমান, ভরত, রাবণ চরিত্রের মধ্যে। আমি আমার এই প্রবন্ধতে সমাজ ও সাহিত্যে ভারতে, ভারতের বাইরে রামায়ণে প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

শব্দগুচ্ছ (Keyword): *রামায়ণ, সমাজ, সাহিত্য, বাল্মীকি, রাম, বৈদিক, সন্মান, ভক্তি।*

ভূমিকা (Introduction):

नास्तिगंगासमंतीर्थंनास्तिमातृसमोगुरु।

नास्तिविष्णुसमोदेबोनास्तिरामायणात्परम्।।[1]

"There is no pilgrimage as the Gaṅgā, there is no teacher as mother and no God as Viṣṇu and there is nothing greater than the Rāmāyaṇa."

বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবাসীর হৃদয়ে যে দুই মহাকাব্যের আবির্ভাব ঘটে, সেই মহাকাব্যদ্বয় হল রামায়ণ এবং মহাভারত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত দুটি স্বতন্ত্র জাতের মহাকাব্য। বিশ্বের ইতিহাসে অনেক মহাকাব্য লেখা হয়েছে যেমন পাশ্চাত্যের ইলিয়াড ও ওডিসি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত, মহাকাব্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ, সবার ওপরের স্থান দখল করে

[1]শ্রীস্কন্দপুরাণ, উত্তরখন্ড, ৫/২০

আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহাকাব্যদ্বয় কখন লেখা হয়েছিল তার সঠিক প্রমাণ আজ ও পাওয়া যায়নি। রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি দ্বারা রচিত। মহর্ষি বাল্মীকিকে আদি কবি ও তার রচিত রামায়ণ কে আদি কাব্য বলা হয়। ভারতবাসীর বিশ্বাস এই রামায়ণ একাধারে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি নিজের হৃদয়ের সম্পূর্ণ অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে এটি রচনা করেন। তাই মহাসাগরের মত গভীর এই মহাকাব্যের ভেতরে সমগ্র জাতির সর্বজনের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হয়। এই রামায়ণ ভারতবর্ষের জীবন্ত প্রেরণা ভারতের সমাজ জীবন, রাষ্ট্র জীবন, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতিকে যেভাবে প্রভাবিত করে আসছে, পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থ সেভাবে জাতীর জীবনের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রামায়ণে বলা হয়েছে:

কামার্থহগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।।[2]

যার অর্থ হচ্ছে, এই রামায়ণ একাধারে ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চার বর্গের রত্নময় আধার। এক কথায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই রামায়ণ একটি নতুন যুগের সূচনা করে বলা যায়।

বৈদিক যুগের ভাষা, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়বস্তুর রচনাশৈলীর জটিলতার ভাবধারা থেকে বের হয়ে একটি ভিন্ন স্বাদের যুগান্তকারী রচনা হলো এই রামায়ণ মহাকাব্য। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্য, নাটকগুলি এই রামায়ণ কাব্য সাহিত্যের উপর উপজীব্য করে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

ভারতীয় সমাজে রামায়ণের প্রভাব (The influence of the Rāmāyaṇa in the society of India):

রামায়ণ সমগ্র জাতী ও মানুষের কাছে সঠিক, উচ্চ, আদর্শের পরিপূর্ণ জীবন্ত এক চিত্রকল্প বা বিচারধারা। সেজন্য গরিবের জীর্ণ কুটীর, দেবালয় থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত রামায়ণ পাঠ করা হয়। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে ভারতবাসীর তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর কী আদর্শ হওয়া উচিত তা বাল্মীকি তার রামায়ণে সুন্দর এবং বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এক কথায় রামায়ণে ভারতীয় আদর্শের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণে যে চরিত্রগুলি বর্ণনা করেছেন তা যেন ভারতীয় আদর্শের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। বাল্মীকি তার কাব্যে এমন একজনকে নায়করূপে নির্বাচন করেছেন যিনি মানুষ হয়েও সর্বগুণ সম্পন্ন। সমস্ত আদর্শের মূর্ত প্রতীক, স্বধর্ম ও কর্তব্য নিষ্ঠা, তার পিতৃ ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগী, বীর, বীর্যবান সর্বদা প্রজার মঙ্গল কামনা কারী হিসাবে নিজগুণে সমাজের দৃষ্টিতে আজও দেবতার স্থান অধিকার করে আছেন। এক কথায় কোনো উপমাই রামচন্দ্রকে বিশেষিত করতে পারেনা রামচন্দ্রের উপমা তিনি নিজেই। এই গুনের ও আদর্শের জন্যই ভারতীয় সমাজ জীবনে রামের প্রভাব তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া উত্তর ভারতে রাম রাম সম্ভাষণ সকলের মুখে পারস্পারিক একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উচ্চারিত করেন। রামচন্দ্রের সেই আদর্শের জন্য আজও মানুষ কথায় কথায় রাম রাজত্বের কথা প্রয়োগ করে। রামায়ণে বাল্মীকিউল্লেখ করেছেন যে

[2] V.Ramayana. বাল কাণ্ড. ৩. ৮

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাত্ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগত্।।

জীবনকে সমৃদ্ধ ও পবিত্র করার জন্য কর্ম মানুষের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ধর্মের অবিরোধী এবং ধর্মভিত্তিক হওয়া উচিত। কারণ ধর্ম দ্বারাই জগতের সব লাভ করা যায়।

আমাদের আদর্শ রাজ্য রামরাজ্য সেই আদর্শের বিষয়ে বাল্মিকী তার রামায়ণে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ রাজার কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

রক্ষিতা স্বস্য বৃত্তস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য চ পরন্তপঃ।।[3]

আদর্শ রাজার জীবনে আপন সদাচার, শত্রু দমন, প্রজাপালন, দেশ, জাতি ও ধর্মকেই রক্ষা করা বাল্মীকির মতে আদর্শ রাজধর্ম। অর্থাৎ রাজা ধর্মের সহায়েই সমগ্র প্রাণীকুলের রক্ষনাবেক্ষনের মূলধার। আদর্শ রাজ ধর্মের মূর্তমান প্রতীক বা জ্বলন্ত উদাহরণ শ্রীরামচন্দ্র। রাম শুধু আদর্শ রাজা নন তিনি তার পিতৃ ভক্তি, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা, সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ধৈর্য্য, পৌরুষ ও ত্যাগের মাধ্যমে ভারতবাসীর হৃদয়কে জয় করে আছেন। একথায় রামচন্দ্র সবরকম মানবিক গুণের আধার।

বাল্মিকী তার অযোধ্যা কান্ডে রাজার যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন রামচন্দ্র মূলতঃ সেই। বাল্মিকী বলেছেন–

রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম।।[4]

রামরাজ্য কথাটি আমাদের মনে এমন একটি চিত্র উত্থাপিত করে যেখানে হানাহানি, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, নরবলি এবং ধর্ষণ এর মতো কিছুই থাকবে না শুধুমাত্র সেখানে ধর্মের সাহায্যে সঠিক ও সুস্থ, জাতপাত নির্বিশেষে প্রজা কল্যাণের জন্য শুধু আনন্দ নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। একজন রাজা সত্য ও ধর্মের ব্যক্তিত্ব, সেই রাজাই জনগণের বা প্রজার হিতকল্যাণকারী মা এবং বাবা। সুতরাং রামরাজ্যই যে আদর্শ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সুবাদেই স্বাধীন ভারতে মহাত্মা গান্ধী রামচন্দ্র কে স্মরণ করেই ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কি আদর্শ হওয়া উচিত মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রচনায় সেইসবের নির্দেশ দিয়েছেন প্রসঙ্গক্রমে ও যথাস্থানে।

নারী জাতীর আদর্শ সম্পর্কে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রচনায় অনেক কিছু বলেছেন। সীতা নিজের সতীত্ব, পতিভক্তির প্রেমের আদর্শে, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্টে সহিষ্ণুতার গুণাবলীতে ভারতীয় নারীদের মনে শ্রদ্ধার আসনে জায়গা করে আছেন। রামায়ণে বাল্মিকী যৌথ পরিবার পরিজনদের প্রেম-প্রীতি ও ত্যাগের যে আদর্শ দেখিয়েছেন তা আজ আমাদের ঘরের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসায় স্মরণ

[3]V.Ramayana. সুন্দর কাণ্ড. ৩১. ৭
[4]V.Ramayana. অযোধ্যা কাণ্ড.৬৭. ৩৪

করতে হয়। বাবার প্রতি ছেলের, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের, পতির প্রতি পত্নীর যে দায়িত্ব, কর্তব্য, নিষ্ঠা ও সম্মানের আদর্শ থাকা উচিত তা বাল্মিকী সুন্দর ভাবে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন যা অনস্বীকার্য। তাছাড়া সীতার ধৈর্য্য, লক্ষনের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের আত্মত্যাগ, কৌশল্যার আত্মসংযম, সুমিত্রার ত্যাগ ও ধৈর্য্য ও হনুমানের প্রভুভক্তি সেবা, বিভীষণের সৌহার্দ্য/ ভালো অনুভূতি রামের বীরত্ব ও মহত্ব বিভিন্ন চরিত্র গুলির গুণাবলী ভারতবাসীর কাছে অনুসরণযোগ্য ও নৈতিক অনুপ্রেরণাদায়ক।

শুধুমাত্র মহাকাব্যরুপে নয় ধর্মগ্রন্থ রুপেও রামায়ণ আজও গরিবের জীর্ণ কুটির থেকে রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করা হয়। ভারতে ও ভারতের বাইরেও মন্দিরে মন্দিরে রাম-সীতার পূজা ও নরনারী ভক্তি সহকারে রাম নাম জপ করে কীর্তন করতে আজও দেখা যায়। হনুমানের অটল প্রভুভক্তির জন্য তিনি আজও ভারতীয়দের কাছে পূজিত। প্রতিবছর বিজয়া দশমীতে রামচন্দ্র রাবণ বধের বিজয় উত্সব ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থানে 'দশেরা' উৎসব হিসেবে খুব আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পালিত হয়।

তাই পরিশেষে বলা যায় জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন তা বাল্মিকী সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্ল্যেখ করেছেন-

সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতিদেবাতিথিপূজাঞ্চ পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য মার্গঃ।।

ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব (The influence of the Rāmāyaṇa in the literature of India):

রামায়ণ হ'ল ভারতের একটি মহাকাব্য যা সমস্ত প্রকার জ্ঞানের ভাণ্ডার। এটি কেবল প্রাচীন কালের নয়, সমস্ত যুগের সাহিত্য। বাল্মিকী রামায়ণ ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির পাশাপাশি সাহিত্যের উপর এর ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব বিস্তার করেছে। 'পরং কবি নামাধারম্' বাল্মিকী এই একটা উক্তির মাধ্যমে রামায়ণ সম্পর্কে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই রামায়ণ পরবর্তী কালের কবিদের কাব্য, নাটক, সাহিত্য ইত্যাদি রচনার উপজীব্য উৎস হবে। তার কথা যথার্থই সফল হয়েছে। এই সম্পর্কে গ্রেট স্কলার Winternitz এর একটি উক্তি স্মরণ করতে হয় যে "It has become the property of the whole Indian people and as scarcely any other poem in the entire literature of the world has influenced the thought and poetry of a great nation for centuries."

এই রামায়ণে ভারতীয়দের হৃদয়ে স্থান দেওয়ার বা জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তী সময়ে মহাভারত. পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভাগবত, বিষ্ণু, স্কন্দ, বায়ু প্রভৃতি গ্রন্থে সংক্ষেপে রামায়ণের কাহিনী সাদরে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় পন্ডিত, কবি-সাহিত্যিকরা রামায়ণের মূল কাহিনীকে নতুন রুপে উপস্থাপিত করে অসংখ্য কাব্য, নাটক, সংগীত রচনা করে ভারতীয় সাহিত্য সাগরকে প্রচারিত প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন বিদেশী ভাষাতেও এই রামায়ণ রচিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চীনের বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. জিওলিন বাল্মিকী রামায়ণের অনুবাদ, রুশ এবং ফরাসি ভাষায় 1589 সালে রামায়ণ অনুবাদ হয়। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও এই রামায়ণ মহাকাব্য সাদরে শ্রদ্ধার সাথে

গৃহীত হয়েছে যা ভারতীয় সভ্যতার এক গৌরবময় দিক। বাল্মিকী রামায়ণকে উপজীব্য করে পরবর্তী কালের কবিরা সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় ও দার্শনিক তথ্য প্রদানকারী বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, তত্বসংগ্রহ রামায়ণ, ভুশণ্ডি রামায়ণ ও মন্ত্র রামায়ণ।

তাছাড়া ভাস, কালিদাস ভবভূতী, ক্ষেমেন্দ্র, ভর্তৃহরি, জয়দেব. রাজশেখর, কুমার দত্ত, ভোজ প্রভৃতি লেখকগণ রামায়ণকে অবলম্বন করে মহাকাব্য, কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার মধ্যে বলা যায় ভাসের অভিষেক নাটক এবং প্রতিমা নাটক, কালিদাসের রঘুবংশম্, ভবভূতীর উত্তররামচরিত ও মহাবীরচরিত, ভর্তৃহরির ভট্রিকাব্য, কুমার দাস এর জানকীহরণ, ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণ মঞ্জুরী, রাজশেখরের বালরামায়ণ, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, জয়দেবের প্রসন্নরাঘব, ভোজের চম্পূ রামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণের প্রেরণায় রচিত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। অশ্বঘোষ রামায়ণ থেকে উপমা, অলংকার ব্যবহার বা গ্রহণ করে থাকলেও তাঁর রচনাতে ভিন্ন এক স্বাদের রস তৈরি করেছেন তিনি। তাই বলা যায় বাল্মীকির রচনাশৈলীর পরিণত প্রভাব অশ্বঘোষ, কালিদাস সহ আরো অনেকের রচনায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত। পন্ডিত, গবেষক এরকম আরো অনেকে মনে করেন যে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের আংটির ঘটনা সুন্দর কাণ্ডের অঙ্গুরীয়কের ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মেঘদূতের বিরহ কাতরতা অর্থাৎ ভাসমান মেঘকে রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যেমন ভাবে আমরা দেখতে পাই রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের রামের কাছ থেকে যখন হনুমান সীতার কাছে যান।

আমরা আরো দেখতে পাই যে বিক্রমোবর্শীয় নাটকের চতুর্থ অংকে উর্বশীর বিচ্ছেদ পুরুরবার বিরহদশার মনের অবস্থা সীতা হরণের পর রামের মানসিক অবস্থার সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। তাছাড়া অনেকে মনে করেন যে কালিদাসের কুমারসম্ভব এর তৃতীয় স্বর্গে যে বসন্তের বর্ণনা পাওয়া যায় তা খুব সম্ভবত কিসকিন্ধ্যা কান্ডের বসন্ত বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। পরিশেষে বলতে হয় এরকম আরো অনেক উদাহরণ আমরা বিভিন্ন নাটক, কাব্য, মহাকাব্যে পাই যা এই একটি রিসার্চ পেপার এ বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

কেবল সংস্কৃত ভাষাতে নয় সংস্কৃত ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পালি ভাষা ও প্রাকৃত ভাষায় বাল্মিকী রামায়ণের অনুকরণে রচনা হয়। হিন্দি ভাষায় তুলসীদাসের রামচরিত মানস যা খুবই জনপ্রিয়, তাছাড়া বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাংলা ভাষির ঘরে ঘরে নিত্য পঠিত হয়। তামিল ভাষায় কণ্বরামায়ণ, নেপালি ভাষায় ভানুভক্তের রামায়ণ, কান্নড় ভাষায় তোবরেয় রামায়ণ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ রাখে। এক কথায় আধুনিক কবিদের নাটকে, কাব্যে, মহাকাব্যে বাল্মিকীর শব্দপ্রয়োগ, উপমার ব্যবহার, রামায়ণের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

উপসংহার (Conclusion):

আদি কবি বাল্মিকীর রামায়ণের প্রভাব পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে যা আমরা বিভিন্ন কাব্য, মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যে দেখতে পাই। রামায়নে বর্ণিত যে পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলি আজও ভারতবাসীর কাছে আদর্শ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে এ কথা বলা যায় যে

ভারতের সমাজ জীবন, রাষ্ট্র জীবন, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি, দর্শন সর্বত্রই রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন যে-

যাবত স্থাস্যান্তি গিরয়ঃ সরিতঃচ মহীতলে।

তাবৎ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রাচরিষ্যতি।।[5]

অর্থাত যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত, নদীসকল বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রামায়ণ কাহিনী মানুষের মধ্যে প্রচারিত, প্রসারিত ও বিরাজমান থাকবে। এই রামায়ণের আদর্শ আমাদের অল্প বয়সেই চরিত্র গঠনে সহায়তা করে এবং বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম অর্জনের উৎস স্বরুপ। এটি আমাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের পরামর্শ এবং পারিবারিক আনন্দ প্রদান করে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে এটি অতীতে ভারতীয় লক্ষ লক্ষ জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল আজ করছে ও ভবিষ্যতে অনুপ্রেরণা যোগাতে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জিকা (Reference):

1. Rāmāyaṇam, Maharṣi Vālmīki Birachitam (Bengali), ed. by Panchanana Tarkaratna, Beṇīmadhav Shils Library, Calcutta, 2012.
2. Śrīmad Vālmīki-Rāmāyaṇa (with Sanskrit text and English translation) Part-1 and Part-2. Gita Press, Gorakhpur, India. Eleventh Reprint-2014.
3. Śriramcharitamanas (Tulsīdasī Rāmāyaṇ) by Tulasidas, Gita Press, Gorakhpur, India. First Edition-2011.
4. Vālmīki Rāmāyaṇa (with Bengali translation) 2 Vols. Ed. By Dhyanesh Narayan Chakraborty, New light Publication, Kolkata, 1996
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ. প্রাদ্যোত. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী.কলকাতা-৭০০০৭৩ প্রথম সংস্করণ-২০১০. মুদ্রণে: শ্রী গৌরচন্দ্র জানা. নিউ আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স. ১/১, মুরারী পুকুর লেন. কলকাতা-৭০০০৬৭
6. Anjay, Tapankumar. A complete guide book on Sanskrit (Pass: Paper-I). Giyanbanee, 6D Ramanath Mujumdar Street, Kolkata-700009. Mudrak: A. G Printers, Kolkata-700009
7. Tiwari, Priyanka. Sanskrit (UGC Net/JRF/Slet). Arihant Publications (India) Ltd. ISBN:978-93-12146-60-6. Edition. 2018

[5]Ramayana. বাল কাণ্ড. ২. ৩৬